শ্রীল গুরুমহারাজের উপদেশামৃত-বাণী

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ, মিঠাপুকুর রোড বর্ধমান

শ্রীল গুরুমহারাজের উপদেশামৃত-বাণী সমূহ

---

১) “জড়-অভিমান, জড়-ভোগেচ্ছা (জড় বিষয়ের দ্বারা আত্ম-সন্তুষ্টির স্পৃহা), ও জড়-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না ছাড়িয়া কেহ যদি ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করেন; তবে তাহা মাঠে, লাঙ্গল না দিয়া কিংবা বীজ না বুনিয়া, ফসল তুলিতে যাওয়ার ন্যায়।"

২) "কপট 'অসংসারী' হইতে নিষ্কপট 'সংসারী' ভালো, তার একদিন সংসার-মুক্তির সম্ভাবনা আছে কিন্তু কপট 'অসংসারীর' কখনো মুক্তির সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ সেই ব্যক্তি আর ঘোর সংসার-গহনে প্রবিষ্ট হইবে।"

৩) "সংসার ভাব লইয়া অরণ্যে যাওয়ার কি প্রয়োজন? বরং অরণ্যের ভাব লইয়া সংসারে থাকিলে মুক্তি হইবে।"

৪) "ভক্তির ভূষণ যদি শক্তির ভূষণে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ বীরত্ব দেখিয়া ভক্তিদেবী বহুদূর পলায়ন করিবেন।"

৫) "ভক্ত ও ভগবানে কখনো বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, কিন্তু এই যে বিচ্ছেদ দেখা যায় তা এক অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভরস আস্বাদনের নিমিত্ত।"

৬) "লোক-প্রিয়তা, দ্রব্য-প্রিয়তা, স্বজন-প্রিয়তা, ভোগ-প্রিয়তা ও ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তা, না ছাড়িয়া কৃষ্ণ-প্রিয়তা হয় না।"

৭) "ভীতরে অর্থাত্ অন্তরে বিদ্বেষ-ভাব ও অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রদ্ধা, ভক্তির-ভাব দেখানো,

অত্যন্ত নিকৃষ্ট কপটতা। ইহার ফল স্বরূপ আগামী ঐ ভক্তি ও শ্রদ্ধা শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নাস্তিক রূপে জগতে আত্ম-প্রকাশ করিবে। ভীতরের ঐ ভাবটিই প্রাপ্ত হইবে।"

৮) "কোন সংসারী-ব্যক্তি অর্থাত্, যে ব্যক্তি নিজেই এই জড়-জগতের ত্রিতাপজনিত দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত, সে কখনোই অন্য কোন সংসারী ব্যক্তির জাগতিক দুঃখ মোচন করিতে পারে না; ঠিক উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে; জলে ডুবন্ত ব্যক্তি কে জল যেমন রক্ষা করিতে অক্ষম ঠিক তদ্রূপ সংসারী ব্যক্তিও এই দুঃখের ভবসমুদ্রে ডুবন্ত অপর কোন সংসারী ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র অসংসারী মুক্ত-পুরুষই কোন সংসারী-ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।"

●●হরেকৃষ্ণ●●

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের সেবিত

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব জীউ কী জয় !

যোগাযোগ: ৯৪৩৪২১৬৮৬৭